দৈনিক খবর

তারিখ 18 OCT 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

011

ছাত্ররা হল ছাড়েনি

॥ প্রঃ বিঃ সংবাদদাতা ॥

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে হলে অবস্থান করছে। গত বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আকস্মিক নোটিশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং গতকাল রাত ১০টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়।

৭-এর পাতায় দেখুন

ছাত্ররা হল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের প্রতিবাদে গতকাল সারাদিন বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সকাল ৯টার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে খোলার দাবী জানায়। সকাল ১০টার সময় ছাত্ররা উপাচার্যের বাসভবন ত্যাগ করে এবং ক্যাম্পাস সংলগ্ন রাস্তা এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ করে। এ সময় উত্তেজিত ছাত্ররা ঢাকা ন-৪৪০৯ নম্বরের একটি গাড়ী ভাঙচুর করে। এর ফলশ্রুতিতে পুলিশ উক্ত সড়কে গাড়ী চলাচল বন্ধ করে দেয়।

এদিকে কর্তৃপক্ষ ছাত্রদেরকে হল ত্যাগে বাধ্য করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি হলের ডাইনিং, ক্যান্টিন, টিভি রুম এবং কমনরুম বন্ধ করে দিয়েছে। ছাত্ররা রাত দশটার মধ্যে হল ত্যাগ না করলে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা নেবে এ প্রশ্নের জবাবে উপাচার্য কোন সিদ্ধান্ত জানাতে পারেননি। তবে হল ত্যাগে বাধ্য করার জন্য পুলিশী ব্যবস্থা নেয়া হবে না বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এবং হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (সু-র), বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (মু-না), জাতীয় ছাত্রলীগ, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (আ-মো), গণতান্ত্রিক ছাত্র ইউনিয়ন এবং সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট একটি যুক্ত বিবৃতি দেয়। বিবৃতিতে বলা হয়— গত দু'সপ্তাহ ধরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস টেস্ট প্রথা বাতিল এবং ছাত্র বৃত্তি বর্ধিত করার জন্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল তার এক পর্যায়ে কর্তৃপক্ষ কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা বিক্ষোভ প্রদর্শন করলে কর্তৃপক্ষের কেউ কেউ উস্কানিমূলক আচরণ করে বলে বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়। ৮টি সংগঠন কর্তৃপক্ষের এই স্বেচ্ছাচারী নির্দেশকে উপেক্ষা করে হলে অবস্থান এবং ছাত্রদের দুই দফার আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বুয়েট বন্ধের নিন্দা ও অবিলম্বে খুলে দেয়ার দাবী ঃ জাতীয় ছাত্রলীগ সভাপতি নূরুল ফজল বুলবুল এবং সাধারণ সম্পাদক ইনায়েতুর রহিম এক যুক্ত বিবৃতিতে আকস্মিকভাবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। নেতৃদ্বয় বিবৃতিতে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ায় সমস্যার সমাধান হবে না বরং আরও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছে। সংগঠনের সভাপতি মোঃ তাহেরউল্লা ও সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল এক বিবৃতিতে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উত্থাপিত দাবী-দাওয়া সহানুভূতির সাথে বিবেচনা না করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার মধ্য দিয়ে কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যা গোটা ছাত্র সমাজকেই হতাশ ও ক্ষুব্ধ করেছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও চরম আমলাতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারমূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। বিবৃতিতে ছাত্রদের উত্থাপিত ন্যায্য দাবী পূরণ ও বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানানো হয়।

এছাড়াও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (শা-ই) সভাপতি শামসুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদুল হক, বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি মাসুদুর রহমান মাসুদ ও সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন আহমদ মহীন, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি ফয়জুল হাকিম ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাহাঙ্গীর সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে পৃথক পৃথক বিবৃতিতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা এবং ছাত্রদের হল ত্যাগের নির্দেশে তীব্র নিন্দা প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেবার এবং ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মেনে নিয়ে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান জানান।